



81621 - শনবিারুে রুেযা রাখার বধিান

প্রশ্ন

রমজান মাস ছাড়া অন্য সময়ে শনবিারুে রুেযা রাখার বধিান কী? আর যদি সেই দিনটা আরাফার দিনে পড়ে তাহলে করণীয় কী

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শুধুমাত্র শনবিারুে রুেযা রাখা মাকরুহ। কারণ তরিমযী (৭৪৪), আবু দাউদ (২৪২১) ও ইবনে মাজাহ (১৭২৬) সংকলন করছেন আব্দুল্লাহ ইবনে বুরর থেকে; তিনি তার বোন থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি বলেন: “তোমরা ফরয রুেযা ছাড়া শনবিারুে রুেযা রাখেনা। তোমাদের কউে যদি ঐ দিন আঙুরে ছাল বা গাছের ডাল ছাড়া অন্য খাবার নাও পায় তাহলে সে যেনে তাই চবিয়ে খায়।” [শাইখ আলবানী হাদীসটিকে ‘ইরওয়া’তে (৯৬০) সহীহ বলছেন] আবু ঈসা তরিমযী বলেন: হাদীসটি হাসান। এখানে মাকরুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো— বিশেষভাবে শনবিারুে রুেযা রাখা। কারণ ইহুদীরা শনবিারকুে সবশিষে সম্মান করে।” [সমাপ্ত]

‘আঙুরে ছাল’ দ্বারা উদ্দেশ্য আঙুরে উপরভাগে যে আবরণ থাকে।

‘সে যেনে তাই চবিয়ে খায়’ কথাটার মাধ্যমে রুেযা ভাঙার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

ইবনে কুদামা রাহমিহুল্লাহ ‘আল-মুগনী’ (৩/৫২)-তে বলছেন: “আমাদের মাযহাবের আলমেগণ বলেন: কেবল শনবিার রুেযা রাখা মাকরুহ। ... আলাদাভাবে শুধু সেই দিনে রুেযা রাখা মাকরুহ। এর সাথে অন্য দিন মলিয়ে রুেযা রাখলে মাকরুহ হবে না। এর দলীল আবু হুরাইরা ও জুয়াইরয়ার হাদীস। তবে কোনও মানুষের রুেযার অভ্যাসের সাথে যদি শনবিার মলি যায় তাহলে মাকরুহ হবে না।” [সমাপ্ত]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস বলতে উদ্দেশ্য বুখারী (১৯৮৫) ও মুসলমি (১১৪৪) বর্ণিত হাদীস। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছেন: “তোমাদের কউে যেনে জুমার দিন রুেযা না রাখেন। কিন্তু যদি জুমার দিনের আগে বা পরে একদিন রুেযা রাখেন তাহলে জুমার দিন রুেযা রাখতে পারেন।”

জুয়াইরয়ার হাদীস হলো: বুখারী (১৯৮৬) বর্ণনা করেন, জুয়াইরয়া বনিতুল হারসে রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে যখন তাঁর নকিট প্রবশে করছেন তখন তিনি



রোযাদার ছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলি?” জুয়াইরয়া বললেন: “না।” নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখতে চাও?” তিনি বললেন: “না।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তাহলে রোযা ভঙে ফেলো।”

এই হাদীস এবং এর আগের হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে রমজান ছাড়াও অন্যান্য সময়ে কউে যদি জুমার দিন রোযা রাখা তাহলে তার জন্য শনিবার রোযা রাখা জায়যে।

বুখারী ও মুসলমি বশিদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “আল্লাহর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা হল— দাউদের রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং অন্যদিন রোযা ছাড়তেন।”

এভাবে রোযা রাখলে তার কোন কোন রোযা অবশ্যই শনিবারে পড়বে। এর থেকে বুঝা যায় যে আরাফা বা আশুরার দিনে অভ্যাসগত রোযা যদি শনিবারে পড়ে তাহলে সে দিন এককভাবে রোযা রাখতে কোনও আপত্তি নাই।

হাফযে ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন: কারণে যদি আরাফার মত নির্দিষ্ট কোন দিনে রোযা রাখার অভ্যাস থাকে এবং আরাফার দিন যদি শুক্রবারে পড়ে তাহলে জুমার দিনে রোযা রাখার নষিধোজ্ঞা থেকে সটো ব্যতিক্রম হবে। অনুরূপ কথা শনিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে ইবনে কুদামার বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “শনিবারে রোযা রাখার কয়কেটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: ফরয রোযার ক্ষেত্রে। যমেন: রমযানের ফরয রোযা কথিবা কাযা রোযা পালন। যমেন: কাফফারার রোযা পালন। যমেন: তামাত্তু হজ্জের হাদীর পরবর্ত্তে রোযা রাখা ইত্যাদি। এমন রোযা রাখতে সমস্যা নাই, যতক্ষণ না রোযাদার ব্যক্তি এই দিনে বশিষে মর্যাদায় বশি্বাস করে।

দ্বিতীয় অবস্থা: এর আগে জুমার দিন রোযা রাখা— এতও সমস্যা নাই। কারণ উম্মাহাতুল মুমনীনের একজন জুমার দিন রোযা রাখলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছিলেন: “তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলি?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: “না।” তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “তুমি কি আগামীকাল রোযা রাখবে?” তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: “না।” তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: “তাহলে তুমি রোযা ভঙে ফেলো।” তিনি যহেতে ‘আগামীকাল কি রোযা রাখবে?’ জিজ্ঞাসা করেছিলেন সহেতে প্রমাণিত হল যে জুমার দিনে সাথে মিলিয়ে (শনিবার) রোযা রাখা জায়যে।

তৃতীয় অবস্থা: শনিবার কাকতালীয়ভাবে এমন দিনে পড়ে যাওয়া যদিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব। যমেন: আইয়ামে বীয, আরাফার দিন, আশুরার দিন, যে ব্যক্তি রমজানের রোযা পূর্ণ করেছে তার জন্য শাওয়ালরে ছয়দিন, যলিহজ্জ মাসরে নয় দিন। এমনটা হলেও সমস্যা নাই। কারণ সে শনিবারের কারণে রোযা রাখেনি। বরং ঐ দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার কারণে সে রোযা রেখেছে।



চতুর্থ অবস্থা: ব্যক্তির অভ্যাসের সাথে মিলে যাওয়া। যমেন: কোনোটো ব্যক্তির যদি অভ্যাস হয় একদিন রোযা রাখা, অন্যদিন রোযা না-রাখা। এভাবে তার রোযা রাখার দিন যদি শনিবারে পড়ে যায় তাহলে এতে সমস্যা নহে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের একদিন বা দুইদিন আগে রোযা রাখতে নষিধে করলেও ব্যতিক্রম হিসেবে বলেন: “তবে যে ব্যক্তি পূর্ব থেকে এ সময়ে রোযা রাখায় অভ্যস্ত সে যেন রোযা রাখে।” এটাও ওটার অনুরূপ।

পঞ্চম অবস্থা: কেবল এই দিনে বিশেষভাবে নফল রোযা রাখা। এটাই নষিধোজ্জ্ঞার ক্ষতের; যদি এ নষিধোজ্জ্ঞা সম্বলতি হাদিসটি সহি হয়।”[মাজমু ফাতাওয়া ওয়া-রাসাইলশি শাইখ ইবনে উছাইমীন: (২০/৫৭)]

একদল আলমে শনিবারে রোযা রাখার নষিধোজ্জ্ঞা সম্বলতি হাদিসি ‘দুর্বল’ হওয়ার অভিমত পোষণ করনে এবং তারা হাদিসটিকে ‘মুনকার’ ও ‘শাজ’ বলেন। এদের মধ্যয়ে রয়েছেন: ইমাম মালকি, আহমাদ, যুহরী, আওয়াঈ, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যামি, ইবনে হাজার ও অন্যান্য।

এ হাদিসটি দুর্বল হওয়ার এ অভিমতটি পছন্দ করছেন ইবনে বায ও ইবনে উছাইমীন এবং ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ।

যদি হাদিসটি সাব্যস্ত না হয় তাহলে শনিবারে রোযা রাখা সম্পর্কে কোন নষিধোজ্জ্ঞা নাই।

দখুন: আত-তালখসি আল-হাবীর (২/২১৬), তাহযীবুস সুনান (৭/৬৭), ইবনে মুফলহিরে রচতি আল-ফুৰু (৩/৯২), মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৫/৪১১), ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১০/৩৯৬) ও মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১০/৩৫)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।